ট্রেনটি নাকি লাইনে উঠেছে!

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তার যৌক্তিকতা বোঝাতে গিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ বলেছিলেন, লাইনচ্যুত ট্রেনটিকে লাইনে তুলে দিতেই এ সরকার এসেছে। সম্প্রতি সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ট্রেনটি লাইনে উঠেছে, এখন 'ভাল' চালক দরকার। তাঁর এ বক্তব্য সচেতন মহলে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। দেশ কি তাহলে জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনের পথে চলতে শুরু করেছে?

১১ জানুয়ারি-পূর্ব দেশের পরিস্থিতি কি ছিল তা বলতে যাওয়াটা নিশ্চয়ই চর্বিতচর্বন হবে। আসলে তখন বিএনপি-জামাত জোট ও তাদের সুবিধাভোগীরা ছাড়া সব মহলই ওই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রত্যাশায় ছিলেন, যদিও শ্রেণী-বিশেষে এর তারতম্য ছিল। আর এ পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে; যে কারণে সরকারের তরফ থেকে অহরহই বলা হচ্ছে যে ১১ জানুয়ারির আগে আমরা ফিরে যেতে চাই না। এ প্ররিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে সেনাপ্রধানের উল্লিখিত বক্তব্যকে বিচার করলেও প্রশ্ন আসে, গত এক বছরে ১১ জানুয়ারি-পূর্ব পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কি? একটু পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এ নিয়ে এখন আর আর কোনো তর্ক নেই যে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র পাল্টাপাল্টির অসুস্থ রাজনীতির প্রতি জনমনে প্রচণ্ড বিরক্তির প্রেক্ষাপটে সত্যিকারের জনভিত্তিসম্পন্ন ও দায়বদ্ধ একটা রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতিতে জনগণের দিক থেকে বড় কোনো প্রতিরোধের সন্মুখীন না হলেও বর্তমান সরকার টিকেই আছে সেনাসমর্থনের ওপর। এ কারণেই দেখা যায়, যে কোনো জটিল ইস্যুতো বটেই, অনেক ছোটখাট বিষয়েও প্রধান উপদেষ্টা সেনাপ্রধানকে সাথে নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে বৈঠক করেন, যে কেউ যে কোনো আবেদন প্রধান উপদেষ্টার পাশাপাশি সেনাপ্রধানের কাছেও পাঠিয়ে থাকেন, বিদেশী কোনো কর্মকর্তাও প্রধান উপদেষ্টার সাথে বৈঠক করার আগে সেনাপ্রধানের সাথে সাক্ষাতের কাজটি সেরে আসেন। ফলে বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রীয় নীতি-সংক্রান্ত সেনাপ্রধানের যে কোনো বক্তব্যের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় বসেছে রাষ্ট্রের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তাদের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল একটি 'অবাধ', 'নিরপেক্ষ' ও 'গ্রহণযোগ্য' নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরির। এ ব্যাপারে অতীতে বহু ক্যারিকেচার হয়েছে, জনগণের প্রত্যাশা বার বার মার খেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বলা হয়েছিল, আগামী নির্বাচন হবে কালোটাকা-সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। কিন্তু এ লক্ষ্যে অগ্রগতি কতটুকু? সাম্প্রদায়িকতার সাথে আমাদের শাসকদের সম্পর্ক ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মতো। এ বিষয়ে কোনো কথার কথা বলতেও তাদের মুখে বাধে, কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ তো দূরের কথা। বর্তমান সরকারও এর ব্যতিক্রম কিছু করছে না। তবে তারা নির্বাচনকে কালোটাকা ও সন্ত্রাস মুক্ত করার ব্যাপারে বেশ তোড়জোড় দেখিয়েছিলেন। প্রমাণ হিসেবে তারা সন্ত্রাসী গডফাদার ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে খুব হাঁকডাক দিয়ে অভিযান শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, দুর্নীতির রাঘববোয়াল তো বটেই, চুনোপুঁটিকেও ছাড়া হবে না। কিন্তু এক বছর পর আজ এটা স্পষ্ট, পর্বত মূষিক প্রসব করতে চলেছে। আজ পর্যন্ত যতজনকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কারও বিরুদ্ধেই বড় কোনো দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়নি। অধিকাংশই চাঁদাবাজির মামলার আসামী। ফলে অনেক চিহ্নিত দুর্নীতিবাজও বুক ফুলিয়ে বলতে পারছে সে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। অনেকে মুক্তিও পেয়ে যাচ্ছে। শোনা যায়, সরকারও এদের সাথে একটা সমঝোতার পথ খুঁজছে। যেসব ব্যবসায়ী এসব রাজনীতিকদের সাথে জোট বেঁধে জনগণের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে, নির্বাচনকে কালোটাকার খেলায় পরিণত করেছে সে-ব্যবসায়ীরাও মাফ পেয়ে যাচ্ছে। খেলাপিঋণ উদ্ধার, ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেও উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। এ ঋণের সুদ মওকুফের আয়োজন চলছে। ফলে আগামী নির্বাচন কালোটাকা ও সন্ত্রাস মুক্ত হবে এ ভরসা এখন কেউ-ই করতে পারছে না। তবে সবচেয়ে বড় সংশয় সৃষ্টি হয়েছে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। রাজনৈতিক সংস্কারের নামে সরকার যা করছে তা দেখে প্রশ্ন উঠেছে, সরকার কি 'ইলেকশন' না 'সিলেকশন' করতে চায়? তথাকথিত জাতীয় সরকার গঠনের গুঞ্জন এ ভাবনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপসমূহ ছিল দায়সারা। সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহুল আলোচিত সিন্ডিকেট ভাঙতে এ সরকারও ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম দিকে কিছু খোঁচাখুঁচি চললেও এখন কথিত বেটার বিজনেস ফোরাম গঠনের নামে ওই সিন্ডিকেটের হোতাদের তোয়াজ করে দ্রব্যমূল্য কমানোর পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে। বাঘকে বলা হচ্ছে, বাঘ মামা, রক্ত খেয়ো না। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতেও এ সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সার ও সেচ সংকট রয়েই গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের এই সংকটের কারণে খাদ্যশস্য আমদানি বাড়তে বাড়তে ৪০ লাখ টনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চলমান বোরো মৌসুমে যদি উৎপাদন না বাড়ানো যায় তাহলে হয়তো আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যাবে না।

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নেও ভাল কোনো খবর নেই। চাহিদার সাথে সরবরাহের পার্থক্য এখনও ৫০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াট রয়ে গেছে। অস্থায়ী ভিত্তিতে লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ একটু বাড়ানো গেলেও নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে কথা যত হয়েছে কাজ তার কিয়দংশও হয়নি।

কেউ কেউ বলছেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। হ্যাঁ, সেনাবাহিনীকে দেখে সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিয়েছে, গডফাদাররা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের নিজ নিজ সেকেন্ড হোমে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এতো সাময়িক। এখনও সন্ত্রাস দমনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের একজনও শাস্তি পায়নি। তাদের গডফাদারদেরও কেউ বিচারের সন্মুখীন হয়নি। বরং কোনো কোনো চিহ্নিত গডফাদারকে সরকারের তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচির পক্ষে জাতিকে নসিহত করতে দেখা যাচ্ছে। এসব দেখে হলফ করে বলা যায় যে ওরা আবারও ফিরে আসবে, হয়তো কোনো কোনো আস্তানায় একটু জং ধরা অস্ত্রগুলোকে শান দেওয়াও শুরু হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আভাষ পেয়ে ওদের কেউ কেউ উঁকিঝুঁকিও মারছে।

অথচ এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা বলেই দেশে জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণকে বাকরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোম্পানি বানিয়ে, পাটকল-চিনিকল বন্ধ করে, বস্তি উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ, ক্ষুদে দোকান-বাজার উচ্ছেদ ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষকে বেকার করার পাশাপাশি আশ্রয়হীন করা হয়েছে।

এভাবে জনগণের ভোগান্তির তালিকা অনেক লম্বা করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। শুধু প্রশ্ন একটাই, ট্রেনটি তাহলে লাইনে ওঠল কিভাবে?

আসলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ট্রেনটি লাইনেই ছিল, পড়ে যায়নি। তবে ট্রেনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে, লাইনটাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের রক্ষকদের ধারণা চালকের দুর্বলতার কারণেই এত বিপত্তি ঘটছে। তাই তারা চালক পরিবর্তনের জন্য এতটা উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু এতে চলমান বুর্জোয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি লক্ষ-কোটি মানুষের জীবনে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে, তার উপশম হবে কি?

উত্তরে শুধু এটুকু বলাই হয়তো যথেষ্ট যে যেখানে অপারেশন প্রয়োজন সেখানে মলমে রোগ সারে না।